যুগান্তর

19 SEP 2009

তারিখ ... 20 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সব মেডিকেল কলেজ বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসছে

মুসতাক আহমদ

দেশের গোটা মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের ভার পেতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। মেডিকেল শিক্ষায় একটি জাতীয় সমতা বিধানের লক্ষ্যে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে দেশে প্রথমবারের মতো একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেশের একশ' মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউটে অভিন্ন সিলেবাস ও কারিকুলামে মেডিকেল শিক্ষা নিশ্চিত হবে। তাই বিএসএমএমইউকে এ সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন, ক্লাস কার্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশসহ সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার ভার দিতে হচ্ছে। এতদিন দেশের সাতটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল এসব প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক ডা. সিফায়েতউল্লাহ

সব : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

সব : মেডিকেল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

যুগান্তরকে জানান, মূলত মেডিকেল শিক্ষা একই সিলেবাসে দেয়ার স্বার্থে সরকার উল্লিখিত উদ্যোগ নিয়েছে। এতদিন স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে মেডিকেল কলেজগুলো দেখা হলেও একাডেমিক দিকটির ব্যাপারে সমন্বয় করা যাচ্ছিল না। তিনি জানান, খুব শিগগিরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার বৈঠক হয় বলে জানান তিনি। দেশের সব মেডিকেল কলেজকে বিএসএমএমইউ'র অধিভুক্ত করার ব্যাপারে সরকার সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছিল। ওই কমিটির প্রধান ছিলেন ডা. সিফায়েতউল্লাহ। তিনি জানান, সরকার তাদের দাখিলকৃত রিপোর্টের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তটি কার্যকর করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আসলে বিএসএমএমইউ'র অধীনে কলেজগুলো নেয়ার সিদ্ধান্ত নতুন নয়। ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়েই এর অধ্যাদেশে সবক'টি মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউট পর্যায়ক্রমে এর অধিভুক্ত করার কথা রয়েছে। কিন্তু জোট সরকারের আমলে সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা যায়নি। আইন এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট (এমবিবিএস-পরবর্তী) ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিগত আমলে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনের বলে তা ফের স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, একদিকে সংসদে পাস করা অধ্যাদেশ, অন্যদিকে প্রজ্ঞাপন— এ দুটির টানাপোড়েন নিষ্পত্তি ঘটে তৎকালীন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মৌখিক নির্দেশে। ওই ব্যক্তির কারণেই মূলত সব মেডিকেল কলেজ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে যায়। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হবে যান। তার ভয়ে কারও মুখ খোলার সাহস ছিল না। ব্যক্তিটি বর্তমানে প্রবাসে রয়েছেন বলে জানা যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিএসএমএমইউ'র অধীনে মেডিকেল প্রতিষ্ঠানকে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে অনুযায়ী ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্রও দেয়া হয়। তখন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে একাধিক বৈঠকও হয়। সে উদ্যোগের অংশ হিসেবেই মন্ত্রণালয় নতুন করে কার্যক্রম ফের শুরু করল। দেশে বর্তমানে মেডিকেল গ্রাজুয়েট বা এমবিবিএস, পোস্ট গ্রাজুয়েট, নার্সিং এবং ডিপ্লোমা— এই চার ধরনের মেডিকেল ডিগ্রির ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি ১৭টি মেডিকেল ও ৩টি ডেন্টাল কলেজ ছাড়াও ৩২টি বেসরকারি মেডিকেল, ১১টি বেসরকারি ডেন্টাল, ৩০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট, ৫টি সরকারিসহ ৮টিতে নার্সিং এবং ৩টি সরকারিসহ ১১টি প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল টেকনোলজি বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিএসএমএমইউ'র অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ, ১০০টি প্রতিষ্ঠান ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র নিবন্ধন, সিলেবাস প্রণয়ন, ভর্তি, পাঠদান, পরীক্ষাসহ সার্বিক দিক দেখভাল করে। এদিকে মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, একশ' প্রতিষ্ঠান থাকলেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৩০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ বিএসএমএমইউ'র অধীনে আসবে। জনবল নিয়োগসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের পর আস্তে আস্তে সব কলেজ আনা হবে এর অধীন।